দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বার্তা
DISASTER MANAGEMENT NEWS

A Newsletter of Disaster Management Bureau (DMB)
Ministry of Food and Disaster Management, Dhaka, Bangladesh

সংখ্যা ২৬ সেপ্টেম্বর ২০০৪ Issue 26 September 2004

'প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত ঝুঁকি মোকাবেলা কর্মসূচি'এর উদ্বোধন

গত ৫ মার্চ, ২০০৪ তারিখে লালমনিরহাটে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া দারিদ্র বিমোচনের মাধ্যমে দরিদ্র জন গোষ্ঠীর দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে 'প্রাকৃতিক দুর্যোগ জনিত ঝুঁকি মোকাবেলা কর্মসূচি' উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব চৌধুরী কামাল ইব্নে ইউসুফ, মাননীয় উপমন্ত্রী জনাব আসাদুল হাবিব দুলু, তৎকালীন সচিব জনাব বি এম এম মোজহারুল হক, এন.ডি.সি, ব্যুরো'র মহাপরিচালক জনাব এ এইচ এম শামসুল ইসলাম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

এ প্রকল্পের মাধ্যমে দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ দরিদ্র/নিম্ন আয়ের ব্যক্তি/ পরিবারকে সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে পুনর্বাসিত করা হবে। প্রথম পর্যায়ে দুর্যোগ প্রবণ ৫০টি জেলায় এ কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। এ কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো ঃ

- সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে দুর্যোগজনিত ঝুঁকি মোকাবেলায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সক্ষম ও ক্ষমতায়ন করা;
- খরা, অতিবৃষ্টি, পাহাড়ী ঢল, বন্যা, টর্নেডো, জলোচ্ছ্বাস, অগ্নিকান্ড, ভূমিকম্প ও নৌ-দুর্ঘটনায় আকস্মিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত কোন ব্যক্তি/পরিবারকে দুর্যোগ মোকাবেলায় অধিকতর সক্ষম করে তোলার জন্য আয়বর্ধক সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র নিরসন ও আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা পুনর্গঠন;
- মংগা ও নদী ভাঙ্গন এলাকার দরিদ্র/ নিম্ন আয়ের জনগণের জন্য দীর্ঘ মেয়াদী আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডের সুযোগ সৃষ্টি করা ।

বন্যার ঝুঁকি ও ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস শীর্ষক কর্মশালা

গত ৭ সেপ্টেম্বর, ২০০৪ তারিখে বাংলাদেশ চীন-মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া 'বাংলাদেশে বন্যার ঝুঁকি ও ক্ষয়ক্ষতি কমানোর উপায়' শীর্ষক তিনদিনের এক জাতীয় কর্মশালার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রী জনাব চৌধুরী কামাল ইব্নে ইউসুফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী এম সাইফুর রহমান। স্বাগত বক্তব্য রাখেন পানি সম্পদ মন্ত্রী মেজর (অবঃ) হাফিজ উদ্দিন আহমেদ বীর বিক্রম। এছাড়া উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনটি বিশেষ প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়। প্রবন্ধ সমূহ হলোঃ

- An overview on impacts of flood in Bangladesh
- Flood Disaster Risk Management
- Reduction
- Impacts of Flood on the Economy of Bangladesh

প্রবন্ধ উপস্থাপক ছিলেন যথাক্রমে সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ও বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. ওয়াহিদ উদ্দিন মাহমুদ, ঢাকা ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌশলী আ ন হ আখতার হোসেন এবং বাংলাদেশ দুর্যোগ প্রস্তুতি কেন্দ্রের (বিডিপিসি) পরিচালক মোহাম্মদ সাইদুর রহমান। পরবর্তীতে বিভিন্ন যুগপৎ কর্ম অধিবেশন সমূহে ৩৯টি বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে বন্যা ২০০৪ এর নানা অভিজ্ঞতা ও সেক্টর ভিত্তিক ক্ষয়ক্ষতির প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়। প্রতিটি ওয়ার্কিং গ্রুপে সভাপতিত্ব করেন বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রীগণ। কর্মশালার ৩য় দিনে সুপারিশমালা প্রণয়ন করা হয়। সুপারিশমালা প্রধানমন্ত্রীর কাছে উপস্থাপন করা হবে। এরপর সেগুলোর মুল্যায়ন এবং বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

কর্মশালায় রাজনীতিবিদ, জনপ্রতিনিধি, নানা বিশেষায়িত সংস্থার উচ্চ পদস্থ সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তা, শিক্ষক, অর্থনীতিবিদ, প্রকৌশলী, চিকিৎসক, আইনজীবী, সাংবাদিক, এনজিও ব্যক্তিত্ব, আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধি, নারী ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা অংশ নিয়েছেন।

আপনি জানেন কি?

যে কোন মুহূর্তে ভূমিকম্প আঘাত হানতে পারে।
ভূমিকম্পে দালান কোঠার নীচে চাপা পড়ে অসংখ্য মানুষের মৃত্যু হয়। সম্ভাব্য ভূমিকম্প মোকাবেলায় নিজে সচেতন হউন, অন্যকে সচেতন করুন।

ভূমিকম্পকালীন করণীয় ঃ

- ভূমিকম্প সম্পর্কে ধারণা গ্রহণ করুন।
- আপনার ভবনটি ভূমিকম্পে কতটুকু টেকসই তা জানুন।
- ভবনটি দুর্বল হলে এখনই তার সংস্কার সাধন করুন।
- সকল স্থাপনা নির্মাণে বিল্ডিং কোড/ইমারত নির্মাণ আইন মেনে চলুন।
- ভূমিকম্প অনুভূত হলেই দ্রুত ঘর থেকে বের হতে সময় নষ্ট করবেন না।
- বৈদ্যুতিক খুঁটি /তার বা ইমারত থেকে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান নিন।
- দ্রুত বের হওয়ার জন্য আপনার বাসায় একাধিক দরজা রাখুন।
- ভবন থেকে বের হতে না পারলে কলামের গোড়ায় অথবা শক্ত খাট বা টেবিলের নীচে আশ্রয় নিন।
- ভূমিকম্পের সময় বিদ্যুৎ ও গ্যাসের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করুন।
- আতঙ্কিত না হয়ে ধৈর্য্যের সাথে পরিস্থিতি মোকাবেলা করুন।
- ভূমিকম্প-উত্তর উদ্ধারকারীদের কাজে যথাসম্ভব সহায়তা করুন।
- রোগী/শিশু/বৃদ্ধ ও প্রতিবন্ধীদের রক্ষার্থে বিশেষ নজর দিন।

বন্যা মোকাবেলায় আমাদের করনীয়

মাকসুদুর রহমান, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ
ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ।

স্বাভাবিক বন্যা আমাদের জীবনেরই একটি অংশ। এদেশে প্রতিবছরই বন্যা হয়। বন্যার পানির সাথে প্রচুর পলি আমাদের জমিগুলোকে উর্বর করে। উৎপাদন বাড়ে। এভাবে আসা বানের পানি আমাদের কৃষক ভাইদের খুবই কাম্য। কিন্তু সবসময় তো এমনটা হয়না। বন্যা কখনো কখনো ভয়াবহ রূপে আসে। অসময়ে আসে। মাঠ-ঘাট, নদী-নালা, খাল-বিল ছাপিয়ে আসে। ধ্বংসাত্মক রূপে এসে জমির ফসল, জীবন ও সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি করে। সামাজিক অবকাঠামো ভেঙ্গে পড়ে। কৃষি, পশু, মৎস্য সম্পদ সহ অর্থনৈতিক অনেক অগ্রগতি পিছিয়ে পড়ে।

আমাদের দেশে বন্যার সাধারণ কারণ বিশ্লেষণ করলে নিম্ন লিখিত বিষয় গুলো অবশ্যই বিবেচনায় আনতে হয় ঃ

- বর্ষা মৌসুমে দেশের অভ্যন্তরে এবং উত্তর-পূর্ব সীমান্ত এলাকায় প্রবল বর্ষণ।
- তিনটি মূল নদী (গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র এবং মেঘনা) অববাহিকায় প্রবল বর্ষনের ফলে একই সাথে সর্বোচ্চ প্রবাহ।
- প্রবল পানি প্রবাহ নিঃসরণ ঠিকমত না হওয়া। সাগরের পানির উচ্চতা বৃদ্ধি।
- নদীর তলদেশ সমূহ ভরাট হয়ে উঁচু হয়ে যাওয়ায় পানি ধারণ ক্ষমতা হ্রাস পাওয়া।
- নদী অববাহিকায় প্রচুর বৃক্ষনিধন।
- অপরিকল্পিত অবকাঠামো তৈরী ও পরিবর্তন ।

বন্যার ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসে কি করা উচিৎ আমাদের ঃ

- বাংলাদেশে পানি উন্নয়ন বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন ৫,৬৯৫ কিমি বাঁধ, ১,৬৯৫ টি বন্যা নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র এবং ৪,৩১০ কিমি খাল এর সঠিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।
- বন্যার মূল ঝুঁকি খুঁজে বের করা এবং ঝুঁকি হ্রাসের পদক্ষেপ নেয়া। অবকাঠামো নির্মাণের সময় বন্যার ইতিহাস/রেকর্ড পর্যালোচনা এবং মূল্যায়ন করা।
- নদী খনন এবং খননকৃত পলির সঠিক ব্যবহারের জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ।
- বন্যা সংক্রান্ত তথ্য কেন্দ্রে সব ধরনের তথ্য সংরক্ষণ এবং সরবরাহ করা।
- কৃষকের জন্য বন্যা সতর্কীকরণ বার্তার ব্যাপক প্রচার।
- বন্যায় কৃষি ও কৃষকদের ব্যাপক ক্ষতি হয়। এধরনের ক্ষয়ক্ষতি প্রায় বন্যাতেই কম বেশী হয়। তাই কৃষকদের জন্য সুদুরপ্রসারী কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। যারা কৃষি গবেষণায় নিয়োজিত তাদেরকে বন্যা সহনশীল জাত তৈরীতে পদক্ষেপ করণ।
- বন্যা প্রবণ এলাকায় বীজ সংরক্ষণ কৌশল জানানো।
- গবাদিপশু স্থানান্তরের পরিকল্পনা রাখা।

অর্ধ-শতাব্দীর মধ্যে সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাতঃ ঢাকায় নজীরবিহীন বন্যা

গত ১২ সেপ্টেম্বর হতে স্মরণকালের প্রবল বর্ষনে ঢাকা শহর প্রায় অচল হয়ে পড়ে। একদিনের রেকর্ড পরিমান বৃষ্টিপাতে নগরীর প্রায় সবটাই প্লাবিত হয়। আবহাওয়া অফিস সূত্রমতে ঐদিন সকাল ৬.০০ ঘটিকা হতে ১৪ সেপ্টেম্বর সকাল ৬.০০ ঘটিকা পর্যন্ত ঢাকায় ৩৪১ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে যা গত ৫১ বছরের মধ্যে এক দিনে ঢাকায় সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত। ১৪ সেপ্টেম্বর ঢাকার অধিকাংশ রাস্তা জুড়ে ছিল থৈ থৈ পানি। বাড়িঘর, অফিস-আদালত, দোকান ইত্যাদির নিচতলা পানিতে ডুবে থাকা ছাড়াও বিদ্যুৎ বিভ্রাট, পানি সরবরাহ সংকট সবমিলে নগরবাসীর অবস্থা ছিল দুর্বিষহ। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, সচিবালয়, জাতীয় সংসদ ভবন, বঙ্গভবন, সুপ্রিমকোর্ট, জেলখানাসহ সকল গুরুত্বপূর্ণ ভবনের প্রাঙ্গন হাটু থেকে কোমর পানিতে তলিয়ে যায়। সরকার ১৪ সেপ্টেম্বর সাধারণ ছুটি ঘোষনা করে। তবে সেবা প্রতিষ্ঠানসমূহ খোলা ছিল। জাতীয় সংসদের অধিবেশনও একই কারণে ঐ দিন মুলতবী হয়ে যায়। রাজধানীর সকল ব্যবসা বানিজ্য অচল হয়ে পড়ে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ ঘোষনা করা হয়। ঢাকার রাস্তায় যান্ত্রিক যানবাহন চলাচলে বিঘ্নের সৃষ্টি হয়। রিকশার পাশাপাশি পানিতে ডুবে যাওয়া রাস্তায় নৌকা চলাচল করতে দেখা যায়। নিম্নচাপের কারণে এসময় দেশের অন্যান্য অঞ্চলেও দমকা ও ঝড়ো হাওয়া ও প্রবল বৃষ্টিপাত হয়।

বিশেষজ্ঞগনের মতে ঢাকার প্রাকৃতিক খালসমূহ ভরাট, দখল, অপরিকল্পিত রাস্তা ও কালভার্ট নির্মান ও সেগুলো বছরের পর বছর পরিস্কার না করাই ঢাকার জলাবদ্ধতার কারণ। জলাবদ্ধতা থেকে ঢাকা শহরকে রক্ষার জন্য সরকার স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহন করছে।

সম্পাদনা কমিটি ঃ

উপদেষ্টা ঃ এ এইচ এম শামসুল ইসলাম, মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়,
সম্পাদক ঃ আবদুল কাদের, পরিচালক (প্রশিক্ষণ), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো।
সহায়তাঃ মোঃ মিজানুর রহমান, উপ-পরিচালক (প্রশিক্ষণ), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো।
সৈয়দা হুমায়রা কাদরী, গবেষণা কর্মকর্তা (লাইব্রেরী)
সৈয়দ আশরাফ উল ইসলাম, কমিউনিকেশন মিডিয়া স্পেশালিষ্ট।
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ ভবন (৫ম তলা) ৯২-৯৩, মহাখালী, ঢাকা-১২১২ (ফোন ঃ ৮৮০-২-৮৮৫৯৬৩৫, ফ্যাক্স- ৮৮০-২-৮৮৫১৬১৫) থেকে প্রকাশিত।
অর্থায়নে-ইউনিসেফ-বাংলাদেশ।

Printed by : Creative Idea, Tel : 8629489

সম্পাদকীয়

প্রাকৃতিক দুর্যোগ বাংলাদেশের মানুষের নিত্যসঙ্গী। সাইক্লোন, টর্নেডো, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস, খরা, বন্যা, অস্বাভাবিক বৃষ্টিপাত, নদী ভাঙ্গন, ভূমিকম্প, ভূমিধ্বস এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রায় প্রতি বছর বাংলাদেশে আঘাত হানায় বাংলাদেশকে Safe Landing Ground of Disaster বলা হয়। এ সব প্রাকৃতিক দুর্যোগ জান - মালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতিসহ উন্নয়ন প্রচেষ্টাকে মারাত্মকভাবে ব্যাহত করছে। কেবলমাত্র দুর্যোগ পরবর্তী ত্রাণ বিতরণ দুর্যোগ মোকাবেলায় যথেষ্ট নয় বলে প্রমানিত হয়েছে। সরকার বর্তমানে দুর্যোগ পরবর্তী ত্রাণ বিতরণের পাশাপাশি দুর্যোগ পূর্ববর্তী কার্যক্রম যেমন- দুর্যোগে জান - মালের নিরাপত্তা রক্ষার্থে পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহন, জনগনকে দুর্যোগ প্রস্তুতি সম্পর্কে সচেতন করা, দুর্যোগ পূর্ব সময়ে, দুর্যোগকালে এবং দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে করণীয় সম্পর্কে ব্যবস্থা করা ইত্যাদি অকাঠামোগত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার উপর অধিক গুরুত্ব দিচ্ছে। দুর্যোগ পরিকল্পনা গ্রহণ, সতর্কীকরণ, অপসারণের স্থান নির্ধারণ, অপসারণ, উদ্ধারকার্য পরিচালনা, ক্ষয়ক্ষতির পরিমান নির্ধারণ, যোগাযোগ ও তথ্য পরিবেশন, জরুরী সাহায্য ও ত্রাণ বন্টন, পুনর্বাসনের ব্যবস্থাকরণ, দীর্ঘ মেয়াদী দুর্যোগ প্রশমন পরিকল্পনা গ্রহন ইত্যাদি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন দিক। দুর্যোগে এদেশের অগনিত মানুষ হারাচ্ছে জীবন এবং সহায় সম্বল। কিন্তু তবুও থেমে থাকেনি জীবন। নতুন করে গড়ে তুলেছে ধ্বংস্তূপ থেকে আগামী দিনের স্বপ্ন। প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পূর্ণভাবে প্রতিহত বা প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়। আমরা আশা করছি দুর্যোগ সম্পর্কে সচেতনতা ও দুর্যোগ প্রস্তুতি ভবিষ্যতে দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি অনেকাংশে কমিয়ে দিবে।

ঢাকায় এডিপিসি এর আঞ্চলিক পরামর্শক কমিটির চতুর্থ সভা অনুষ্ঠিত

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক এশিয়ান ডিজাষ্টার প্রিপেয়ার্ডনেস সেন্টার (এডিপিসি) এর আঞ্চলিক পরামর্শক কমিটির চতুর্থ সভার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান গত ২৯ মার্চ, ২০০৪ তারিখে ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ সভার শুভ উদ্বোধন করেন। খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব চৌধুরী কামাল ইবনে ইউসুফ, এম.পি এবং মাননীয় উপমন্ত্রী জনাব আসাদুল হাবিব দুলু, এম.পি বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত সচিব জনাব ফারুক আহমেদ এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরোর মহাপরিচালক জনাব এ এইচ এম শামসুল ইসলাম। পরে হোটেল শেরাটনে ৩ দিনব্যাপী উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর ছয়টি পৃথক ওয়ার্কিং গ্রুপের নির্ধারিত বিষয় উপস্থাপন ও আলোচনা শুরু হয়।

এ সভায় বাংলাদেশ, কম্বোডিয়া, চীন, ভারত, ইরান, জর্ডান, লাওস, মঙ্গোলিয়া, মায়ানমার, নেপাল, পাকিস্তান, ফিলিপিনস, শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনামের আঞ্চলিক পরামর্শক কমিটির সদস্যগণ যোগদান করেন। এছাড়াও সভায় UNDP, UNICEF, WFP, ADRC, Aus AID, CDMP, SIDA, CIDA UN-ISDR ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিও যোগদান করেন। সভায় আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলোঃ

- ❑ Urban Risk Reduction and Sustainable Development: Experience of RCC Member
- ❑ Countries, Regional & National Initiatives ;

  Disaster Management Experience of Bangladesh ;

- ❑ Lessons learnt from Recent Disasters and other experiences.

উল্লেখ্য যে এশিয়ান ডিজাষ্টার প্রিপেয়ার্ডনেস সেন্টার (এডিপিসি) এর আঞ্চলিক পরামর্শক কমিটির ৩য় সভা ভারতের নতুন দিল্লীতে ২০০২ সালের অক্টোবর মাসে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ব্যুরোর প্রাক্তন মহাপরিচালক জনাব ক্ষিতিশ চন্দ্র কুন্ডু ঐ সভায় অংশগ্রহণ করেছিলেন।

"কম্প্রিহেনসিভ ডিজাষ্টার ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম" এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন

গত ১৭ মার্চ, ২০০৪ তারিখে 'Comprehensive Disaster Management Program (CDMP)' এর কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়। বিয়াম মিলনায়তনে খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব চৌধুরী কামাল ইব্নে ইউসুফ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানের কার্যক্রম উদ্বোধন করেন। UNDP এর আবাসিক প্রতিনিধি Jorgen Lissner এবং DFID এর প্রধান Paul Ackroyd বিশেষ অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন ব্যুরোর মহাপরিচালক জনাব এ এইচ এম শামসুল ইসলাম এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত সচিব জনাব ফারুক আহমেদ।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে Technical Session এ সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল (অবঃ) জেড. এ. খান। সেশনে প্রকল্পটির বিভিন্ন Sub-component এর উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম সম্পর্কে Power Point উপস্থাপন করেন Earl James Goodyear, CTA, CDMP, জনাব আবদুল কাদের, পরিচালক, ডিএমবি, জনাব আব্দুল মান্নান হাওলাদার, পরিচালক, ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর এবং জনাব মোহাম্মদ রিয়াজউদ্দিন,পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর। CDMP এর উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমগুলো হচ্ছে ঃ

- Professional skilling of MFDM and key implementing agency staff ;
- Advocacy program,Training & Briefing program for Disaster Management Committees ;
- Program gap analysis for strategic community risk reduction program ;
- Community empowerment ;
- Urban risk research, Earthquake emergency response
- Establishing and integrated approach to climate change risk management at national & local levels;
- Establish DMIC & strengthening Information Systems.

বৈকালিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন জনাব এ এইচ এম শামসুল ইসলাম, মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো। অধিবেশনে Need for Partnership Alliance between Disaster Management / Risk Reduction Stakeholders বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মিসেস দিলরুবা হায়দার, সহকারী আবাসিক প্রতিনিধি, ইউএনডিপি।

CFAB কর্মশালা

GATECH ও ADPC কর্তৃক আয়োজিত "Climate Forecast Applications in Bangladesh (CFAB): Experimental Forecasts (2003) and the Next Phase শীর্ষক একটি কর্মশালা গত ২৮-২৯ এপ্রিল, ২০০৪ তারিখে ঢাকার ব্র্যাক সেন্টার ইন এ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব এম কে আনোয়ার এবং সমাপনী অনুষ্ঠানে খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব চৌধুরী কামাল ইব্নে ইউসুফ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরোর মহাপরিচালক জনাব এ এইচ এম শামসুল ইসলাম একটি Business Session এ সভাপতিত্ব করেন। উক্ত কর্মশালায় DMB, BMD, CEGIS, DAE এবং BWDB এর পক্ষ থেকে বিষয় ভিত্তিক প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়।

দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলীর বাস্তব প্রয়োগ সম্পর্কে কর্মশালা

গত ২৫ আগষ্ট, ২০০৪ তারিখে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরোর সম্মেলন কক্ষে ব্যুরোর মহাপরিচালকের সভাপতিত্বে "দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলীর" বাস্তব প্রয়োগ সম্পর্কে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরোর কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় ব্যুরোর সকল কর্মকর্ত/কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন। 'দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী'তে বর্ণিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরোর কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনান্তে কর্মশালায় ১২টি সুপারিশমালার প্রস্তাব করা হয়।

উল্লেখযোগ্য সুপারিশমালা হলো ঃ

- দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী ১৯৯৭ সালের জানুয়ারী মাসে এবং Standing Orders on Disasters ১৯৯৯ সালের আগষ্ট মাসে প্রণীত হয়েছে। ইতোমধ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সরকারী বেসরকারী পর্যায়ে নতুন চিন্তাচেতনার সৃষ্টি হয়েছে। কাজেই উল্লেখিত আদেশাবলী যুগপযোগী করা প্রয়োজন।
- দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলীর বিধান অনুসারে সরকারের সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর কর্তৃক পৃথক পৃথক দুর্যোগ বিষয়ক কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়নের আবশ্যকতা রয়েছে বিধায় যে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর এখনও কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করেনি সে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ দপ্তরকে কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করার জন্য সুপারিশ করা হয়।
- জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা কর্তৃক দুর্যোগকালীন নিয়মিত প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং ব্যুরোতে তা পাঠাতে হবে। এ সংক্রান্ত স্থায়ী আদেশের বিধানাবলী যথাযথভাবে পালন করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগনকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে সুপারিশ করা হয়।
- দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলীর বিধান অনুসারে জেলা/উপজেলা/ইউনিয়ন/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা সমূহ নিয়মিত ভাবে হচ্ছে কিনা তা স্থানীয় উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ পর্যবেক্ষণ করতে পারেন। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভার কার্যবিবরণী দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরোতে নিয়মিত প্রেরনের জন্য কমিটিসমূহের সভাপতিগণ কর্তৃক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে সুপারিশ করা হয়।

Nutrition in Emergency শীর্ষক প্রশিক্ষণ

First Training Course on Nutrition in Emergency শীর্ষক একটি প্রশিক্ষণ গত ২১-২৫ মার্চ, ২০০৪ তারিখে মহাখালীর নিপসম সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। BCHEPR, WHO এবং ICDDRB যৌথভাবে এই প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। দুর্যোগকালীন ত্রাণ সামগ্রী হিসেবে খাদ্যে পুষ্টির প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে এ কর্মশালার কোর্স ডিজাইন করা হয়। আলোচিত বিষয়সমূহের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলোঃ

- Nutrition situation in Bangladesh ;
- Assessment & Surveillance ;
- Nutritional relief food security and food aid in emergencies ;
- Management of severe malnutrition in emergencies.

উক্ত প্রশিক্ষণে দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে স্বাস্থ্য সেবায় নিয়োজিত কর্মকর্তা এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো সহ বিভিন্ন সংস্থার/দপ্তরের মোট ৩০ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন।

ভূমিকম্প বিষয়ক কমর্শালা

গত ১৮ ফেব্রুয়ারী, ২০০৪ তারিখে ইউরোপীয় ইউনিয়ন কর্তৃক আয়োজিত ভূমিকম্প বিষয়ক এক কমর্শালা ঢাকার সোনারগাঁও হোটেল এ অনুষ্ঠিত হয়। খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব চৌধুরী কামাল ইবনে ইউসুফ ও তৎকালীন সচিব জনাব বি এম এম মোজহারুল হক, এনডিসি উক্ত কর্মশালায় উপস্থিত থেকে মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। কর্মশালায় ভূমিকম্প বিষয়ে ডিএমবিসহ নানা বিশেষায়িত সংস্থার কয়েকটি প্রতিবেদন উপস্থাপিত হয়।

দি রাইটস বেজড প্ল্যানিং এন্ড মনিটরিং: ডিজাষ্টার প্রিপেয়ার্ডনেস প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির সভা

গত ১৯ ফেব্রুয়ারী, ২০০৪ তারিখে "দি রাইটস বেজড প্ল্যানিং এন্ড মনিটরিং: ডিজাষ্টার প্রিপেয়ার্ডনেস" শীর্ষক প্রকল্পের Steering Committee এর ৪র্থ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ২০০৪ সালের "Work Plan" এবং বাজেট অনুমোদিত হয়। প্রণীত কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী ২০০৪ সালে বাস্তবায়নের জন্য মোট ১২২টি কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছে। তন্মধ্যে ৯৪টি কর্মসূচি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত। দেশের সকল বিভাগীয় শহরসহ ৩৮টি জেলা সদর এবং ৫০ টি উপজেলা সদরে এ সকল কর্মসূচি বাস্তবায়িত হবে। এ সকল কার্যক্রমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতি, উদ্ধার ও ত্রাণ সরবরাহ, ভূমিকম্প ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি বিষয়ে স্থপতি, প্রকৌশলী, বেসরকারী নির্মাতা, নীতি-নির্ধারক, জন প্রতিনিধি, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের কর্মকর্তা, কমিউনিটি লিডার, স্কুল ও মাদ্রাসার শিক্ষক, ইউপি চেয়ারম্যান ও সদস্য গ্রাম সরকার প্রধান, সরকারী ও এনজিও কর্মকর্তা, গার্ল গাইডস্, রোভার ও বয়-স্কাউটস্, আনসার ও ভিডিপি, ব্লক সুপারভাইজার, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সহকারী, সহকারী ভূমি কর্মকর্তা (তহশিলদার), মৎস্যজীবি, কৃষক সমবায় সমিতির চেয়ারম্যান ও সদস্য এবং সমবায় নেতৃবৃন্দের প্রশিক্ষণ দেয়া হবে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরোর সাম্প্রতিক কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণী

বাংলাদেশ পৃথিবীর দুর্যোগ প্রবণ দেশসমূহের মধ্যে অন্যতম। বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস, খরা, নদী ভাঙ্গন, টর্নেডো ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ বাংলাদেশের নিত্য সাথী। ১৯৮৮ সালের ভয়াবহ ও নজিরবিহীন বন্যা এবং ১৯৯১ সালের প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় মোকাবিলার অভিজ্ঞতার আলোকে UNICEF এর অর্থায়নে খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো ৫৬৫.৫০ লক্ষ (০১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) টাকা ব্যয় সাপেক্ষে "The Rights-based Planning and Monitoring: Disaster Preparedness (2002-2006)" শীর্ষক একটি প্রকল্পের কাজ ২০০২ সালের জানুয়ারী মাসে আরম্ভ করেছে। জাতীয় পর্যায় থেকে মাঠ পর্যায় পর্যন্ত সকল শ্রেণীর জন গোষ্ঠীকে দুর্যোগ বিষয়ে সচেতন করা এবং দুর্যোগ পরিস্থিতি মোকাবিলায় দেশের সকল শ্রেণীর জনগোষ্ঠীকে, বিশেষতঃ দুর্যোগপ্রবণ জেলা ও উপজেলার জনগোষ্ঠীর দক্ষতা বৃদ্ধি করা এ প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য। এ প্রকল্পের আওতায় ২০০৩ সালে সারা দেশে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ/কর্মশালা/সেমিনার/ব্রিফিং সেশন/ওরিয়েন্টশন/মহড়া ইত্যাদি ৮৭টি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ সকল কর্মসূচিতে জনপ্রতিনিধি, সরকারী ও এনজিও কর্মকর্তা, শিক্ষক, সশস্ত্রবাহিনী, পুলিশ, আনসার, বিডিআর, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের সদস্য, স্কাউটস, গার্ল গাইডস্, বিএনসিসি এর সদস্য, সাংবাদিক, কমিউনিটি লিডার, স্বেচ্ছাসেবী মহিলা এবং মৎস্যজীবি সম্প্রদায়ের ৪,১৪০ জন ব্যক্তি অংশগ্রহণ করেন। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরোর সার্বিক ব্যবস্থাপনায় বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকগণ এ সকল কর্মসূচী বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে গণসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের সার্বিক সহায়তায় "জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস" (National Disaster Preparedness Day) পালন করে আসছে।

চলতি ২০০৪ সালের জন্য প্রশিক্ষণ/কর্মশালা/সেমিনার/ব্রিফিং সেশন/ ওরিয়েন্টেশন ইত্যাদি ৯৪টি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক গণসচেতনতা কর্মসূচি বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহন করা হয়েছে। সারা দেশে ৩৮টি জেলা এবং ৫০টি উপজেলায় অনুষ্ঠেয় এ সকল কর্মসূচিতে বিভিন্ন পর্যায়ের প্রায় ৪,৬২৬ জনকে দুর্যোগ মোকাবিলায় করণীয় সম্পর্কে অবহিত করা হবে।

দাতা সংস্থা ও এনজিও এর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সম্পর্কিত

১৪ এপ্রিল, ২০০৪ তারিখের (ময়মনসিংহ ও নেত্রকোনা জেলায়) টর্ণেডোতে ক্ষতিগ্রস্থদের জন্য UNICEF ও সিসিডিবি এর ত্রাণ তৎপরতা ঃ

গত ১৪ এপ্রিল ময়মনসিংহ জেলার হালুয়াঘাট এবং নেত্রকোনা সদর উপজেলার উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া টর্নেডোতে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য সরকারী ত্রাণকার্যের পাশাপাশি UNICEF ও সিসিডিবি জরুরী ত্রাণকার্যে অংশগ্রহণ করে। UNICEF ময়মনসিংহ ও নেত্রকোনায় টর্ণেডো বিধ্বস্ত এলাকায় ৩০টি টিউবওয়েল, ৫০০টি স্যানিটারী ল্যাট্রিন এবং পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট সরবরাহের জন্য জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগকে ১৫ লাখ টাকা অনুদান দিয়েছে।

সিসিডিবি স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতায় টর্নেডো বিধ্বস্ত নেত্রকোনা সদর উপজেলার গাবরাগাতি ও ঠাকুরকোনা ইউনিয়নে ৫০০ ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মধ্যে ২০০ পিস প্লাস্টিক শীট, ২৫০ পিস শাড়ী, ২০০ সেট শিশু পোশাক, ৪০০ কেজি হাই প্রোটিন বিস্কুট গত ২২ এপ্রিল ২০০৪ তারিখে বিতরণ করে। এছাড়া গত এপ্রিল, ২০০৪ মাসে সিসিডিবি স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতায় বান্দরবান জেলার রুমা উপজেলায় ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহের মধ্যে ৫০ টি উপজাতি পরিবারের মাঝে ৩৫ পিস প্লাস্টিক শীট, ২০০ কেজি হাই প্রোটিন বিস্কুট, ৫০ পিস লুঙ্গি, ৩০ সেট তৈজসপত্র এবং ৫০ সেট শিশু পোশাক বিতরণ করেছে।

সিসিডিবি কর্তৃক আয়োজিত "দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও স্ফিয়র" বিষয়ক আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ

সিসিডিবি চলতি বছর ৩০ মার্চ হতে ৬ এপ্রিল পর্যন্ত হোপ কর্মসূচির আওতায় "দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও স্ফিয়র" বিষয়ক ৮ দিন ব্যাপী একটি আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট সেন্টার, কইট্যা, মানিকগঞ্জে আয়োজিত উক্ত প্রশিক্ষণ কোর্সে বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল ও শ্রীলঙ্কার ২৪ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহন করেন। সিসিডিবির নির্বাহী পরিচালক জনাব জয়ন্ত অধিকারীর সভাপতিত্বে উক্ত প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো (ডিএমবি) এর পরিচালক (প্রশিক্ষণ) জনাব আবদুল কাদের।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ ভবন পরিদর্শন

গত ২৬ ফেব্রুয়ারী, ২০০৪ তারিখে খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব চৌধুরী কামাল ইব্‌নে ইউসুফ ঢাকার মহাখালীতে নির্মাণাধীন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ ভবন পরিদর্শন করেন। তাঁকে ভবনের নির্মাণ কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত করা হয়। মন্ত্রী মহোদয় ভবনের বিভিন্ন ফ্লোর পরিদর্শন করেন। তিনি কাজের গতি আরো বাড়ানো এবং যথাযথ মান নিশ্চিত করার জন্য গণপূর্ত বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেন।

সি. ডাব্লিউ.এস (পাকিস্তান) প্রতিনিধি কর্তৃক ডিএমবি পরিদর্শন

জানুয়ারী ১৭-২৪, ২০০৪ তারিখে চার্চ ওয়ার্ল্ড সার্ভিস (সিডাব্লিউএস) পাকিস্তান এর ৪ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল সিসিডিবি এর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন কর্মকান্ড সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য বাংলাদেশ সফর করেন। সিসিডিবি এর প্রতিনিধি চার্লস এস সরকার সহ উক্ত প্রতিনিধি দল ২২ জানুয়ারী, ২০০৪ তারিখে "দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো" পরিদর্শন করেন। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরোর মহাপরিচালক জনাব এ এইচ এম শামসুল ইসলাম প্রতিনিধি দলকে ডিএমবি এর কর্মকান্ড সম্পর্কে অবহিত করেন। এ সময় ডিএমবি এর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, উক্ত প্রতিনিধি দল ডিএমবি ছাড়াও ব্রাক ব্যাংকের কেন্দ্রীয় কার্যালয় পরিদর্শন করেন।

Program for Enhancement of Emergency Response (PEER) এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন

গত ০৯ মে, ২০০৪ তারিখে ঢাকাস্থ আই.ডি.বি ভবনের সম্মেলন কক্ষে Program for Enhancement of Emergency Response (PEER) কার্যক্রম এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়।

খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব চৌধুরী কামাল ইব্‌নে ইউসুফ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন ব্যুরোর মহাপরিচালক জনাব এ এইচ এম শামসুল ইসলাম এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন যুগ্ম-সচিব জনাব এ এফ এম সাইফুল ইসলাম।

দুর্যোগ বিশেষ করে ভূমিকম্প পরবর্তী সময়ে উদ্ধার কার্য পরিচালনা এবং জরুরী স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের জন্য একটি প্রশিক্ষিত কর্মী বাহিনী সৃজন করা PEER এর মুখ্য উদ্দেশ্য। PEER কর্মসূচির মাধ্যমে ১ম পর্যায়ে প্রশিক্ষকদের জন্য MFR, CSSR, HOPE, ইত্যাদি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হবে। পরবর্তীতে ব্যাপক ভিত্তিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে এ প্রশিক্ষকগণ কর্মী বাহিনীকে প্রশিক্ষণদানের ব্যবস্থা করবেন। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সরকারী বিভাগ সংস্থায় কর্মরত লোকবল হতে প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচন করা হবে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরোতে নিয়োগ ও বদলী ঃ

বেগম শাহানারা খাতুন, (পরিচিতি নং- ৬১১৭) গত ১২-০৪-২০০৪ তারিখে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরোতে উপ-পরিচালক পদে যোগদান করেন। তিনি বিসিএস ১৩তম ব্যাচের প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তা। ব্যুরোতে যোগদানের পূর্বে তিনি পাবলিক সার্ভিস কমিশনে গবেষণা কর্মকর্তা/ সহকারী পরিচালক পদে কর্মরত ছিলেন।

- জনাব এম. এ. আওয়াল, (পরিচিতি নং-১৭১৩) গত ১১-০৫-২০০৪ তারিখে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরোতে উপ-পরিচালক পদে যোগদান করেন। তিনি বিসিএস ১৯৮২ ব্যাচের প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তা। তিনি ব্যুরোতে যোগদানের পূর্বে ট্যারিফ কমিশনে উপ প্রধান পদে কর্মরত ছিলেন।
- জনাব মোঃ আব্দুর রব, (পরিচিতি নং-৩৪৬৪) গত ২২-০৫-২০০৪ তারিখ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরোতে উপ-পরিচালক পদে যোগদান করেন। তিনি বিসিএস ১৯৮৪ ব্যাচের প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তা। তিনি ব্যুরোতে যোগদানের পূর্বে নেত্রকোনা জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত কয়েকটি Web site

1. Asian Disaster Preparedness Centre (ADPC) http://www.adpc.ait.ac.th/
2. Federal Emergency Management Agency (FEMA) http://www.fema.gov/
3. NASA: Disaster Finder http://itpwww.gsfc.nasa.gov/ndrd/disaster/
4. M/o Food & Disaster Management www.mofdm.gov.bd

দেশ-বিদেশের দুর্যোগের খবর

সৌজন্যে ঃ এম এ বাতেন, ওয়ারপো, ঢাকা।

২০০৪ সনের অতিবর্ষণ/পাহাড়ীঢলের কারণে বাংলাদেশে সৃষ্ট সাম্প্রতিক বন্যা পরিস্থিতির বিবরণঃ

অতিবর্ষণ/পাহাড়ীঢলে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর, মানিকগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, নরসিংদী, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ, জামালপুর, শেরপুর, ফরিদপুর, রাজবাড়ী, মাদারীপুর, শরিয়তপুর, গোপালগঞ্জ, সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, বগুড়া, জয়পুরহাট, নাটোর, নওগাঁ, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, লালমনিরহাট, বরিশাল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কুমিল্লা, লক্ষীপুর, নোয়াখালী, চাঁদপুর, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, কক্সবাজার, পটুয়াখালী, রংপুর ও নীলফামারী এই ৪২টি জেলার নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়েছিল। বর্তমানে বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের বন্যা নিয়ন্ত্রণ কক্ষ থেকে গত ২২ আগষ্ট, ২০০৪ তারিখের এর সর্বশেষ জরিপের উদ্ধৃতি দিয়ে জানানো হয়, বন্যা উপদ্রুত এলাকায় রোগব্যাধিতে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৭৪৭ জনে দাড়িয়েছে। এবারের বন্যায় ৭৪ লক্ষ ৬৮ হাজার ১২৮টি

পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এদের মধ্যে আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নিয়েছে ২৬১ জন। বন্যা কবলিত ৪২টি জেলার ১৬ লক্ষ ০৫ হাজার ৯৫৮ একর জমির ফসল সম্পূর্ণ এবং ১০ লক্ষ ৩৮ হাজার ১৭৬ একর আংশিক নষ্ট হয়েছে। এছাড়া ১৪ হাজার ২৭১ কি.মি. রাস্তা সম্পূর্ণ ও ৪৫ হাজার ৫২৮ কি.মি. রাস্তা আংশিক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ধর্মীয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ১ হাজার ২৯৫টি সম্পূর্ণ ও ২৪ হাজার ২৭৬টি আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ৩ হাজার ১৫৮ কি.মি. বাঁধ সম্পূর্ন ও ৫ হাজার ৪৭৮ কি.মি. ব্রীজ/কালভার্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ১৫ হাজার ১৪৩ টি গবাদি পশু মারা গেছে। এ বন্যায় সরকারী হিসাব মতে সর্বমোট ক্ষতির পরিমান প্রায় ৪০ হাজার কোটি টাকা।

বন্যা কবলিত এলাকায় ক্ষতিগ্রস্ত বন্যার্তদের মাঝে খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় হতে বিতরণের জন্য এ পর্যন্ত ৪৮ হাজার ১৬৫ মে.টন খয়রাতি চাল, ৪ কোটি ২৪ লক্ষ ২৫ হাজার খয়রাতি টাকা ছাড়াও শাড়ী, লুঙ্গী, বিস্কুট, ঢেউটিন, ভিজিএফ (চাল) ত্রাণ সামগ্রী হিসেবে দেয়া হয়েছে।
(সূত্রঃ রিলিফ কন্ট্রোল সেল, তাং ২২-০৮-০৪ ইং)

হালুয়াঘাট ও নেত্রকোনায় প্রলয়ঙ্করী টর্ণেডো

সূত্র ঃ দৈনিক প্রথম আলো

গত ১৪ এপ্রিল, ২০০৪ তারিখে সন্ধ্যা ৭ টায় ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট ও নেত্রকোনা সদর উপজেলায় এক প্রলঙ্কারী টর্ণেডো আঘাত হানে। এ টর্ণেডো প্রায় ২ থেকে ৩ মিনিট স্থায়ী হয়। টর্ণেডোর ফলে উল্লেখিত দুই উপজেলায় কমপক্ষে ৬৬ জন নিহত ও ২ সহস্রাধিক মানুষ আহত হয়। এতে নেত্রকোনার ১২টি ও হালুয়াঘাটের ৪টি গ্রাম লন্ডভন্ড হয়ে যায়, বাড়ীঘর, দোকানপাট, ফসল প্রভৃতি মাটিতে মিশে যায়। মাননীয় মন্ত্রী, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় এবং মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় টর্ণেডো বিধ্বস্ত এলাকা পরিদর্শন করেন।

ত্রিশালে কালবৈশাখী ঝড়

সূত্র ঃ দৈনিক ইত্তেফাক

গত ১৮ এপ্রিল, ২০০৪ তারিখে সন্ধ্যায় ত্রিশাল উপজেলার উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া এক প্রচন্ড কাল বৈশাখী ঝড়ে মা-ছেলেসহ ৩ জন নিহত এবং অর্ধশতাধিক আহত হয়। সহস্রাধিক ঘরবাড়ী সম্পূর্ণ ও আংশিক বিধ্বস্ত হয়। প্রায় ৫০ হাজার একর জমির কলা বাগান সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে মাটিতে মিশে যায়। গাছপালা ও উঠতি বোরো ফসলের ও ব্যাপক ক্ষতি হয়।

বাজিতপুরে টর্ণেডো

সূত্র ঃ দৈনিক প্রথম আলো

গত ১৩ এপ্রিল, ২০০৪ তারিখে কিশোরগঞ্জ জেলার বাজিতপুর উপজেলার পিরিজপুর ও গজারিয়া এলাকায় প্রচন্ড টর্ণেডো বয়ে যায়। এতে পোলট্রি শিল্পের ৪টি পেরেন্টস স্টক ফার্ম সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত এবং আরো ৩টি ফার্মের আংশিক ক্ষতি হয়। পোলট্রি ফার্মগুলোর ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ২ কোটি টাকা।

ঢাকায় শাখারীবাজারে পুরনো বাড়ি ধ্বসে ১৯ জনের মর্মান্তিক মৃত্যুঃ

রাজধানীর শাঁখারীবাজারে গত ৯ জুন, ২০০৪ তারিখে ভোরে একটি পুরাতন বাড়ীর উপর অপরিকল্পীত ভাবে নির্মিত ছয়তলা ভবন ধসে ১৯ জনের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে বুধবার ভোর ৪টায় ভবনটির অর্ধশতাধিক বাসিন্দা যখন গভীর ঘুমে অচেতন

সৌজন্যে ঃ ডঃ এম, এ, আনসারী পুরকৌশল বিভাগ বুয়েট।

তখন বিকট শব্দে ভবনটি নিচের দিকে দেবে যায়। একই সঙ্গে ভবনটি কাত হয়ে সামনের দুটি ভবনের উপর পড়ে। ভবনটির নিচের তিনতলা গুড়িয়ে মাটির সঙ্গে মিশে গেছে। এ সময়ে বৈদ্যুতিক তার ছিড়ে বিদ্যুৎ চলে গেলে গোটা এলাকা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। গ্যাস লাইনের পাইপ ফেটে গ্যাস বেরুতে থাকে। ধ্বসে পড়া ভবনটির পাশেই অপর একটি ভবনের নির্মাণ কাজ চলছিল। ওই ভবনটির ফাউন্ডেশন কাজ করার ফলে ভবনটি গত তিন মাস ধরেই একদিকে সামান্য কাত হয়েছিল। সেনা ও ফায়ার ব্রিগেড সূত্র জানায়, ধ্বসে পড়া ভবনটি পুরনো আমলের। ছয়তলা ভবনটির তিনতলার গাঁথুনি শুধু সুরকি ও চুনের। অপরিকল্পিতভাবে উপরে আরও তিনতলা নির্মানের ফলে এ দুর্ঘটনা ঘটে বলে তারা মন্তব্য করেন। ৮১, শাঁখারীবাজারের এ বাড়িটি মাত্র পৌনে এককাঠা জমির ওপর নির্মিত। বাড়িটির ছয়তলা পর্যন্ত প্রতি তলায় রয়েছে দুই রুমের ফ্ল্যাট। ভবনটির নিচতলা থেকে ছয়তলা পর্যন্ত ৫০ জন লোক বসবাস করতো। এসব ফ্যাটের বেশীর ভাগই ব্যবসায়ী পরিবার। ৮/৯ বছর আগে দেড়শ' বছরের পুরনো ভবনটি রাজউকের অনুমোদন ছাড়াই তিনতলা থেকে ছয়তলায় রূপান্তর করা হয়। শুধু শাঁখারীবাজার নয় লালবাগ, শেখ সাহেব বাজার, রায়ের বাজার, হাজারীবাগ, গেন্ডারিয়া, ওয়ারী, বনগ্রাম এলাকায়ও রয়েছে অগনিত পুরনো ইমারত। সেকালের চুন সুরকির নির্মিত বাড়িঘরগুলো সংস্কার করা না হলে সামান্য ভূ-কম্পেই এগুলোর অস্তিত্ব বিলীন হওয়ার সম্ভাবনা আছে এবং হতাহতের ঘটনা রোধ করা কঠিন হয়ে পড়বে। ঘটনার পুনরাবৃত্তি ও ভয়াবহতা এড়ানোর জন্য অবিলম্বে যা করণীয়ঃ

* জরাজীর্ণ পুরনো দালানকোঠা অবিলম্বে চিহ্নিত করা;
* ঝুকিপূর্ণ দালানগুলো বসবাসের অনুপযোগী ঘোষনা করা;
* বাড়িগুলোর মালিকানা সমস্যা মিটিয়ে ফেলে পুণঃনির্মানের জন্য মালিকদের নোটিশ দেয়া;
* অমীমাংসিত বাড়িগুলোর নিয়ন্ত্রণ সরকারের হাতে নিয়ে নেয়া এবং নতুন করে নির্মান করা;
* ঝুঁকিপূর্ন বাড়িগুলোর উর্দ্ধমূখী উন্নয়ন প্রচেষ্টা বন্ধ করা;
* চিহ্নিত বাড়িগুলো সংস্কার বা নতুন ভাবে নির্মাণ করা না হলে ভূ-কম্পন বা বড় কোন দুর্যোগ ব্যতীত সংঘটিত যেকোন দুর্ঘটনা ও প্রাণ হানির জন্য সংশ্লিষ্ট বাড়ির মালিককেই দায়ী করে আইন প্রনয়ন করা।

চীনে ভূমিকম্প ঃ

সূত্র ঃ প্রথম আলো

চীনের পশ্চিমাঞ্চলীয় কুইংহাই প্রদেশে গত ০৫ মে ২০০৪ তারিখে একটি মাঝারী পরিমাপের ভূমিকম্পে হাজার হাজার লোক গৃহহীন হয়ে পড়েছে। কুইংহাই প্রদেশের দেলিংহা শহর হতে ৭০ কিঃ মিঃ দূরে ওই ভূমিকম্প হয়। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৫.৫। দেলিংহা ভূমিকম্প ব্যুরোর পরিচালক মিয়া সোহুয়া এর তথ্য মোতাবেক ঐ ভূমিকম্পে কেউ মারা যায়নি কিংবা আহত হয়নি, তবে তিন সহস্রাধিক বাড়িঘর ধ্বংস হয়েছে। এগুলোর মধ্যে ৭০০ থেকে ৮০০ ঘরবাড়ীর ক্ষয়ক্ষতি ব্যাপক। এতে হাজার হাজার লোক গৃহহীন হয়ে পড়ে। উপদ্রুত এলাকায় জরুরীভিত্তিতে তাবু ও অন্যান্য সাহায্য সামগ্রী পাঠানো হয়েছে।

এ প্রদেশে গত ১১-০৫-২০০৪ ইং তারিখে এক শক্তিশালী ভূমিকম্প পুনরায় আঘাত হানে। রিখটার স্কেলে ভূকম্পের তীব্রতা ছিল ৫.৯। ষ্টেট সিসমোলোজিক ব্যুরোর তথ্য মোতাবেক সকাল ৭ টা ২৭ মিনিটে দেলিংহা শহরের ৬০ কিঃ মিঃ দূরে ভূমিকম্প আঘাত হানে। তাৎক্ষণিকভাবে ক্ষয়ক্ষতির কোনো খবর পাওয়া যায়নি।

ইন্দোনেশিয়ায় ভূমিধ্বসে নিহত ১২

সূত্রঃ দৈনিক ইত্তেফাক

ইন্দোনেশিয়ার পশ্চিম ও উত্তর সুমাত্রার কাছাকাছি একটি পাহাড়ী রাস্তায় একটি যাত্রীবাহী বাসের উপর ভূমিধ্বসে পড়লে অন্তত ১২ জন নিহত হয়। বাসটি উত্তর সুমাত্রার রাজধানী মিডানে যাচ্ছিল এবং এতে যাত্রী সংখ্যা ছিল ৫৭ জন। প্রবল বৃষ্টিপাতের কারণে ভূমিধ্বসের ঘটনা ঘটে।

মরক্কোয় ভূমিকম্প

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো

মরক্কোর উত্তরাঞ্চলে গত ২৪ ফেব্রুয়ারী ২০০৪ তারিখে এক শক্তিশালী ভূমিকম্পে কমপক্ষে ৬০০ জন নিহত এবং কয়েকশ আহত হয়।

মরক্কোর স্বাস্থ্যমন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ শেখ বিয়াদিল্লাহ রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে বলেন, মৃতের সংখ্যা ৫৬৪ জন। তবে উদ্ধারকর্মী ও অন্যান্য সূত্র জানায় মৃতের সংখ্যা প্রায় ছয় শতে দাড়িয়েছে। ভূমিকম্পে আইত কামরা, তামাসিন্ত ও ইমজোউরন নামক তিনটি গ্রাম পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যায়। প্রায় ৩০ হাজার মানুষ অধ্যুষিত এই গ্রামগুলোতে হতাহতের বেশির ভাগই নারী, শিশু ও বয়স্ক মানুষ। ঐ এলাকার পুরুষরা কাজের খোঁজে নেদারল্যান্ডস ও জার্মানিতে পাড়ি জমানোয় হতাহতের মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ছিল কম। ভূমিকম্পের পর বৃষ্টির কারণে পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত গ্রামগুলোতে উদ্ধার তৎপরতা চালানো কঠিন হয়ে পড়ে। বাড়িঘর বিধ্বস্ত হয়ে যাওয়ায় অনেক মানুষ খোলা জায়গায় অথবা অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্রে রাত কাটায়। ভূতাত্ত্বিক জরিপ বিভাগের হিসাব অনুযায়ী রিখটার স্কেলে ভূ-কম্পনের মাত্রা ছিল ৬.১ থেকে ৬.৫ এর মধ্যে।

কোষ্টারিকায় বন্যা

সূত্রঃ দৈনিক ইত্তেফাক

কোস্টারিকায় প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে বন্যায় বেশ কয়েকজন নিহত হয়। জাতীয় জরুরী বিভাগের কর্মকর্তা জানান, বৃষ্টিপ্লাবিত নদী পারাপারের সময় দুর্ঘটনা ঘটে। বৃষ্টির ফলে দেশের উত্তরাঞ্চলের প্রায় ২০০০ লোক তাদের বাড়ি-ঘর ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরোর মহাপরিচালকের চীন ও থাইল্যান্ড এ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কর্মশালায় যোগদান

- কম্বোডিয়ার Siem Reap এ গত ২-৬ ফেব্রুয়ারী ২০০৪ তারিখে "6th ADRC International Meeting And The 3rd ISDR" সংক্রান্ত একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো'র মহাপরিচালক, জনাব এ.এইচ.এম শামসুল ইসলাম যোগদান করেন।
- থাইল্যান্ডের ব্যাংককে অনুষ্ঠিত "The Regional Workshop on Methodologies of Assessment of socio-economic Impacts of Disasters in Asia and their Application for Poverty Eradication and Economic Development" শীর্ষক কর্মশালায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো'র মহাপরিচালক জনাব এ. এইচ. এম. শামসুল ইসলাম এবং খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব জনাব মোঃ ওয়াজেদ আলী খান অংশগ্রহণ করেন। গত ১৮-২০ মে, 2004 ESCAP আয়োজিত উক্ত কর্মশালায় অনুষ্ঠিত হয়।
- চীনের বেইজিং এ অনুষ্ঠিত দুর্যোগ প্রশমনের উপর "International Conference on Disaster Reduction" শীর্ষক সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসাবে তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত সচিব জনাব ফারুক আহমেদ, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় এবং জনাব এ এইচ এম শামসুল ইসলাম, মহাপরিচালক, ডিএমবি যোগদান করেন। গত ২৫-২৭ মে, ২০০৪ উক্ত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। UN/ISDR উক্ত সম্মেলনের আয়োজন করে।
- ইন্দোনেশিয়ার বালিতে গত ২-৬ আগষ্ট ২০০৪ তারিখে "Regional Workshop on the Applications of Space Technology for Flood and Related Disaster Management" সংক্রান্ত একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো'র মহাপরিচালক, জনাব এ. এইচ.এম শামসুল ইসলাম এবং জনাব আতিয়ার রহমান, মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, Bangladesh Space Research and Remote Sensing Organization (SPARRSO) যোগদান করেন। উক্ত কর্মশালাটি UNESCAP কর্তৃক আয়োজন করা হয়।

তথ্য কণিকা ঃ

বন্যাজণিত বিভিন্ন রোগ ও অন্যান্য সমস্যা ঃ

আপনি জানেন কি?

- বন্যার ফলে পানি বাহিত বিভিন্ন রোগ, যেমন- কলেরা, সর্দিজ্বর, আমাশয়, জন্ডিস ইত্যাদি রোগ হতে পারে।
- বৃদ্ধ ও শিশুদের অসুবিধা হয়, বিশেষ করে শিশুরা পানিতে ডুবে মারা যেতে পারে।
- গর্ভবর্তী মহিলাদের বিশেষ অসুবিধা হতে পারে।
- সাপ, পোকা-মাকড় ইত্যাদি কামড়াতে পারে।
- ঝড়বৃষ্টির কারণে নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে।

বন্যাকালীন করণীয় ঃ

* খাবার স্যালাইন তৈরী করা শিখুন। কিছু প্রয়োজনীয় ঔষধ যেমন- প্যাকেটজাত খাবার স্যালাইন, পানি বিশুদ্ধকরণ বড়ি কিনে রাখুন।
* শিশুদের সাঁতার শিখান এবং তাদের প্রতি বিশেষ নজর রাখুন।
* গর্ভবর্তী মহিলাদেরকে নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর করুন।
* ঘরে কার্বলিক এসিড রাখুন। সাপ ও পোকা-মাকড় থেকে সাবধানে থাকুন।
* ঘরে শক্ত খুঁটি লাগান এবং বাড়ীর চারিপাশে আম, হিজল, মান্দাল, নারিকেল, কলা ইত্যাদি গাছ লাগান।